বিএসএমএমইউতে জন্মগত ত্রুটি নির্ণয়ে ২দিনব্যাপী গবেষণামূলক কর্মশালার উদ্বোধন

২০১৭ সালে ১৫৪০ নবজাতকের মধ্যে ৮৫ জনের জন্মগত ত্রুটি সনাক্ত হয়েছে

২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫৪০ নবজাতকের ডাটা এনবিবিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এরমধ্যে ৮৫ জনের জন্মগত ত্রুটি সনাক্ত করা হয়েছে। সে হিসাবে বিএসএমএমইউতে পরিচালিত গবেষণা অনুযায়ী জন্মগত ত্রুটির হার ৫.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী জন্মগত ত্রুটির হার প্রতি ১০০ জনে ৩ থেকে ৬ জন (৩-৬%)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের ডিজিটাল লাইব্রেরিতে আজ বুধবার ৪ এপ্রিল ২০১৮ইং তারিখ সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের জন্মগত ত্রুটির গবেষণা "ন্যাশনাল নিউনেটাল পেরিনেটাল ডাটাবেজ (এন.এন.পি.ডি) এন্ড নিউবর্ন বার্থ ডিফেক্ট (এন.বি.বি.ডি) সার্ভিলেন্স ইন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে নবজাতকের জন্মগত ত্রুটি উপর গবেষণামূলক ২ দিনব্যাপী এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তায় আয়োজিত এই কর্মশালায় মৃতজাত, জন্মগত ত্রুটির হার নির্ণয়, কারণসমূহ এবং প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনার উপর বিশদ আলোচনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. সাহানা আখতার রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. খালেদা ইসলাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. সুলতান মোঃ শামসুজ্জামান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. মামাদু হাদি দিয়ালো।

সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক ও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এ মান্নান। নিউবর্ন বার্থ ডিফেক্ট (এন.বি.বি.ডি) সার্ভিলেন্স ইন বাংলাদেশ-এর অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ তুলে ধরেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে। কর্মশালায় দেশের ১৬টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের শিশু এবং স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞগণসহ ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, জন্মগত ত্রুটি উপর আয়োজিত এই কর্মশালা জন্মগত ত্রুটির হার নির্ণয়, নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জণে সহায়ক হবে। এই কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা করা হবে।